



38145 - মদ্যপায়ীর জন্য ধ্বংস

প্রশ্ন

একজন যুবতী রমযান মাস শুরুর আগে মদ পান করছে। তারপর রমযানের প্রথম দিন থেকে সে রোযা রাখা শুরু করেছে।
কিন্তু এক বোন তাকে বলছে যে তার রোযা বাতলি হয়ে যাবে। আল্লাহ তার রোযা কবুল করবেন না; কারণ সে সম্প্রতি মদ পান করেছে। তাকে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর আল্লাহ তার নামায-রোযা কবুল করবেন। এটা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মদ পান করা একটি কবীরা গুনাহ। এটি সকল অপকর্মে মূল। সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। এটি মানুষের ববিকে-বুদ্ধি অকজো করে দেয়, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে এবং মাথা ব্যথা সৃষ্টি করে। এর স্বাদ বসিবাদ। এটি শয়তানের অন্যতম ঘৃণ্য কাজ। এটি মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করে। মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে। হতে পারে নিজের ময়ে, বোন এবং মাহরামদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে প্রলুব্ধ করে। এটি গাইরত ধ্বংস করে দেয় এবং লাঞ্ছনা, আফসোস ও অপমানের কারণ হয়। এটি মদ্যপকে অপূর্ণ স্তরের মানুষে তথা পাগলদের স্তরে নিয়ে যায়। এটি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় এবং উহ্য বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়। মন্দ ও পাপ কাজে জড়ানোকে তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করে। মন থেকে সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করার অনুভূতি দূর করে দেয়। মদে আসক্ত ব্যক্তি মূর্তপিজারীর মতো।

এটি কত যুদ্ধের সূচনা যে করেছে? কত ধনী ব্যক্তিকে যে দরদ্র করেছে? কত সম্মানিত ব্যক্তিকে যে অপমানিত করেছে?
কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যে লাঞ্ছিত করেছে? কত নিয়ামত যে কড়ে নিয়েছে? কত শাস্তি যে ডেকে এনেছে?

কত স্বামী আর স্ত্রীর মাঝে যে বচ্ছদে ঘটিয়েছে? স্বামীর হৃদয় ও ববিকে-বুদ্ধি কড়ে নিয়েছে।

কত যে আফসোস বা শকিয়ার কারণ হয়েছে?

মদ্যপ ব্যক্তির সামনে কল্যাণের কত দুয়ার যে বন্ধ করেছে এবং কত অনিষ্টের দুয়ার যে উন্মোচন করেছে?

কত বপিদে যে ফলেছে, কত মৃত্যু যে ত্বরান্বিত করেছে?



মদ্যপ ব্যক্তির উপর কত আপদ য়ে ডকে ংনছে?

সুতরাং মদ হলো পাপরে সমষ্টি, অনষ্টিরে চাবি, নিয়ামত লুণ্ঠনকারী ংং বপিদ আহ্বানকারী।

যদি মদরে ংকটমাত্র অনষ্টি ংটা হত য়ে, ংকই ব্যক্তির পটে ংই মদ ং জান্নাতরে মদ ংকত্রতি হবো না, তাহলে মুসবিত হসিবে ংটাই যথেষ্ট ছিল।

ংমরা যা উল্লেখে করলাম মদরে অনষ্টি তার চয়েে বহুগুণে বেশি।[সমাপ্ত][ইবনুল কাইয়মি রাহমাহুল্লাহ রচতি ‘হাদউল ংরওয়াহ’ গ্রন্থ থকেে চয়নকৃত]

ংল্লাহ ংমাদেরকে তার কতিাবে ংং নবী সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লামরে বচনরে মাধ্যমে মদ থকেে সতর্ক করছেন।
ংল্লাহ তাংলা বলেন:

১- ংল্লাহ তাংলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ংইমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্ততি, ভাগ্য নরিণয়রে তীর ংগুলো বস্তুত শয়তানরে ংক ংকটি ঘৃণ্য কাজ। ংতংব, ংসব থকেে দূরে থাক, যাতো তোমরা সফল হতো পারো।”[সূরা মায়দো: ৯০]

২- ংল্লাহ তাংলা মদ্যপ ব্যক্তিকে ংভশিাপ দিয়েছেন। সুনানে ংবু দাউদে (৩১৮৯) রয়ছে: ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ংনহুমা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লাম বলছেন: “মদ পানকারী, ংর পরবিশেনকারী, বকিরতো, ক্রতো, উৎপাদক, য়ে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী ংং যার জন্ম সরবরাহ করা হয়— ংদেরকে সবাইকে ংল্লাহ ংভশিাপ দিয়েছেন।”[হাদীসটি শাইখ ংলবানী সহহি বলে গণ্য করছেন য়মেনটি সহীহু ংবু দাউদে (২/৭০০) রয়ছে]

৩- নবী সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লাম মদ্যপ ব্যক্তিকে মূর্ততিপূজারীর সদৃশ বলে গণ্য করছেন। ংবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ংনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লাম বলছেন: “মদে ংসকৃত ব্যক্তি মূর্ততিপূজারীর মত।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৩৭৫) বর্ণনা করছেন ংং শাইখ ংলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ (২৭২০) গ্রন্থে ংটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

৪- য়ে ব্যক্তি নিয়মতি মদ পান করে তার জন্ম জান্নাতে প্রবশে করা হারাম হয়ে যায়। ংবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ংনহু থকেে বর্ণতি, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লাম বলছেন: “মদে ংসকৃত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশে করবে না।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৩৭৬) বর্ণনা করেন ংং শাইখ ংলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ (২৭২১) গ্রন্থে ংটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]

৫- উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “তোমরা মদ পরহিার করো, কেননা তা সকল অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিল। এক খারাপ রমণী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এতদুদ্দেশ্যে মহিলাটি তার এক দাসীকে ইবাদতগুজার লোকের কাছে পাঠাল। দাসীটি এসে বলল: আমরা সাক্ষ্য দয়ার জন্য আপনাকে ডাকছি। তখন ইবাদতগুজার লোকটি ঐ দাসীর সাথে গমন করলেন। দাসীটি যে দরজা অতিক্রম করত সেটাই পছন্দ থেকে বন্ধ করে দিত। এভাবে ইবাদতগুজার লোকটি এক সুন্দরী নারীর সামনে এসে উপস্থিতি হলো। সে নারীর সন্নিহিত ছিল একটি ছলে ও এক পয়লা মদ। সেই নারী ঐ ইবাদতগুজার লোককে বলল: আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি; বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে কামে লিপ্ত হবেন কিংবা এই মদ পান করবেন কিংবা এই ছলেকে হত্যা করবেন। লোকটি বলল: তাহলে আমাকে এই মদ থেকে এক গ্লাস দাও।’ মহিলাটি তাকে এক গ্লাস মদ পান করালো। এরপর লোকটি বলল: আরো দাও। এভাবে লোকটি থামল না। এক পর্যায়ে সে ঐ নারীর সাথে কুকামে লিপ্ত হলো এবং ঐ ছলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা, আল্লাহর শপথ! মদ ও ঈমান কখন সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।”[হাদীসটি নাসাঈ (৫৬৬৬) বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈ (৫২৩৬) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

৬- মদ্যপ ব্যক্তির নামায চল্লিশ দিনি কবুল হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয় চল্লিশ দিনি পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন। যদি সে আবার মদ পান করে মাতাল হয় তাহলে কয়ামতের দিনি আল্লাহ তা'য়াল তাকে 'রাদাগাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল: 'হে আল্লাহর রাসূল! 'রাদাগাতুল খাবাল' কী?' তিনি বললেন: জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।”[ইবনে মাজাহ (৩৩৭৭); শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ (২৭২২) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলেছেন]

নামায কবুল হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার নামায পড়া সঠিক নয় কিংবা তাকে নামায ছাড়তে হবে। বরং অর্থ হলো সে এর নকী পাবে না। এ অবস্থায় নামায পড়ার ফায়দা হলো সে দায়মুক্ত হবে এবং নামায ত্যাগের দরুন শাস্তি পাবে না।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল-মারওয়াযী বলেন: ‘তার নামায কবুল হবে না’ এর অর্থ হলো: মদ পান করার শাস্তি হিসেবে চল্লিশ দিনি সে নামাযের কোনো নকী পাবে না। যমেনভিবে ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় জুমার দিনি যে ব্যক্তি কথা বলবে, সে জুমা পড়লেও তার জুমা নাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে পাপের শাস্তি হিসেবে জুমার নকী পাবে না।[তা'যীমু ক্বাদরসি সালাত: (২/৫৮৭, ৫৮৮)]।

ইমাম নববী বলেন: “তার নামায কবুল না হওয়ার অর্থ হলো এই নামাযগুলোতে সে কোনো নকী পাবে না, যদিও তার ফরযের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না।”[সমাপ্ত]

আর প্রশ্নকর্ত্রীকে যে বিষয়টি বলা হয়েছে যে, তার রোযা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং কবুল হবে না, সটে মূলত কিছু আলমেতে অভিমতের ভিত্তিতে। যারা মনে করেন উপর্যুক্ত হাদীসে উল্লিখিত নামায কবুল না হওয়ার দ্বারা অন্যান্য সকল ইবাদতও কবুল না হওয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে বলেন: ‘কারো কারো মতে: নামাযের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেননা এটি সর্বোত্তম শারীরিক ইবাদত। এটি কবুল না হলে অন্যান্য ইবাদত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কবুল হবে না।[সমাপ্ত] অনুরূপ কথা বলছেন ইরাকী এবং মুনাওয়ী।

সুতরাং এই মতানুসারে রোযাও কবুল হবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কউে যদি মদ পান করে তাহলে সে রোযা রাখা ছড়ে দিবে। বরং সে রোযার রাখার ব্যাপারে আদর্শ। কিন্তু শাস্তিস্বরূপ তার রোযা কবুল করা হবে না।

নঈসন্দহে মদ্যপ ব্যক্তিকে যথাসময়ে নামায আদায় করতে হবে এবং রমযানরে রোযা রাখতে হবে। যদি সে তার কোনো নামায অথবা রোযা ছড়ে দিয়ে তাহলে সে মদ পানরে অপরাধে চয়ে বড় কবীরা গুনাহতে জড়িয়ে পড়ল।

এটাও জানে রাখা উচিত যে, কোনো মুসলমি পাপে লিপ্ত হওয়ার পর দুর্বল ঈমানরে কারণে তাওবা করতে সক্ষম না হলেও তার জন্য পাপকাজ অনবরত চালিয়ে যাওয়া কথিবা ভালো কাজ ত্যাগ করা ও ভালো কাজরে প্রতিবহলো করার দুয়ার যেন না খুলে দেয়। বরং তার উপর ওয়াজবি যথাসাধ্য ইবাদত করা এবং কবীরা গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক গুনাহ ত্যাগে প্রচেষ্টা চালানো।

সুতরাং একজন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি আল্লাহকে ভয় করা এবং শয়তানরে বিভিন্নতা ও প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকা। সে যেন কোনোভাবে নিজেকে শয়তানরে হাতরে খেলনায় পরণিত না করে। আর তার শয়তান যদি তার উপর বজ্রীয় হয়ে যায় এবং তাকে স্রষ্টার অবাধ্যতায় লিপ্ত করায়, তাহলে সে যেন দ্রুত তাওবাহ করে। কেননা ‘পাপ থেকে তাওবাহকারী এমন ব্যক্তির মতো যার কোনো পাপ নাই।’[ইবনে মাজাহ (২৪৫০) হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বৃসীরী এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন ‘যাওয়াইদু ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে]

মদ্যপ ব্যক্তির এমন শাস্তি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তাওবা করেনি। কিন্তু যে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন এবং তার আমল কবুল করবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে শয়তানরে কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থেকে রক্ষা করেন।

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহরে রব আল্লাহর জন্য।